খাদ্য অধিদপ্তরের সংস্কারের পথনির্দেশিকা

পাইলট উদ্যোগ:
কৃষকদের মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট প্রদান পাইলট প্রকল্প

"খাদ্য ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর: টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও সুশাসনের পথে"

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে পাওয়া রাষ্ট্রের মেরামত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। দীর্ঘ দিনের জড়তা ভাঙতে এবং আগামী দিনের স্বপ্ন পূরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। নাগরিকগণের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে। সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করে পাওয়া নানামুখী সংস্কার প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে "খাদ্য অধিদপ্তরের সংস্কারের পথনির্দেশিকা" পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

এটিএম কাউছার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১:
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২:
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩:
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

পটভূমি:

বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) একটি পুনর্গঠিত ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে, যা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য হলো জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আপদকালীন মজুত ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের নীতি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা। খাদ্য অধিদপ্তরের রিফর্ম প্রস্তাবনা বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, গুণগত মান ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রণীত হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দূর করে আধুনিক প্রযুক্তি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনই এর মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমান প্রেক্ষিত:

খাদ্য অধিদপ্তরের রিফর্ম প্রক্রিয়া বর্তমানে ডিজিটালাইজেশন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। নতুন নীতিমালার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংস্থার সক্ষমতা উন্নয়ন করা হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা আরও দক্ষ করা হবে। তবে, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও জটিল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করছে। প্রকৃত রিফর্ম উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে আদ্য অধিদপ্তরের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই এসব রিফর্ম প্রস্তাবনা গ্রহন করা হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের SWOT বিশ্লেষণ:

শক্তি (Strengths)

- ১. সরকারি নিয়ন্ত্রণ: খাদ্য নিরাপত্তা ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারি সংস্থা হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
- ২. ব্যাপক নেটওয়ার্ক: দেশজুড়ে স্থানীয় অফিস, গুদাম ও ডিলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণে সক্ষম।
- ৩. নীতিমালা প্রণয়ন: খাদ্য মজুদ, রেশনিং ও জরুরি সহায়তা ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা।
- ৪. সাবসিডি ব্যবস্থাপনা: দরিদ্রদের জন্য সহায়ক মূল্যে খাদ্য সরবরাহ (যেমন: ওএমএস, ভিজিডি)।

দুর্বলতা (Weaknesses)

- ১. দক্ষতার অভাব: আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ধীরগতির সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া।
- ২. দুর্নীতি: কিছু ক্ষেত্রে অসাধু কর্মকর্তা/ডিলারদের দ্বারা খাদ্য চুরি বা অবৈধ বিতরণের অভিযোগ।
- ৩. অপর্যাপ্ত অবকাঠামো: গুদামের স্বল্পতা বা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে খাদ্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি।
- ৪. মনিটরিংয়ের ঘাটতি: মাঠ পর্যায়ে তদারকি দুর্বল হওয়ায় অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

সীমাবদ্ধতা (Weaknesses)

- ১. ডিজিটালাইজেশন: অনলাইন মনিটরিং, ডিজিটাল রেশন কার্ড বা ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বচ্ছতা বাড়ানো।
- ২. PPP মডেল: বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্বে খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ দক্ষতা বাড়ানো।
- ৩. জলবায়ু অভিযোজন: দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় খাদ্য মজুদ বাড়িয়ে জরুরি সাড়াদানে কার্যকর ভূমিকা রাখা।
- ৪. সচেতনতা বৃদ্ধি: জনগণকে খাদ্য নিরাপত্তা ও অপচয় রোধে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

প্রতিবন্ধকতা (Threats)

- ১. জলবায়ু পরিবর্তন: বন্যা, খরা বা লবণাক্ততায় ফসল উৎপাদন হ্রাস ও খাদ্য সংকট।
- ২.বাজার অস্থিরতা: বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি বা জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধিতে খাদ্য আমদানি ব্যয়বৃদ্ধি।
- ৩. রাজনৈতিক প্রভাব: নীতিনির্ধারণে রাজনৈতিক চাপ বা অগ্রাধিকারের ভারসাম্যহীনতা।
- ৪. করোনার মতো মহামারি: আকস্মিক সংকটে খাদ্য সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি।

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম

চলমান কার্যপ্রণালী ও দাপ্তরিক আচরণে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনতে প্র্যাকটিস রিফর্ম প্রয়োজন। এতে কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বাড়বে, সেবার মান উন্নত হবে এবং জনগণ ভোগ করবে দ্রুত ও দায়িত্বশীল খাদ্যসেবা।

লক্ষ্য: দৈনন্দিন কার্যক্রমে দ্রুত, বাস্তবমুখী পরিবর্তন।

প্রভাব: অপচয় ৩০% কমানো ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

সূচক: দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ডিজিটালাইজেশন, এবং অংশীজনদের অংশগ্রহণে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

১.১ দৈনন্দিন কাজের পদ্ধতিতে পরিবর্তন

প্রেক্ষাপট:

গুদামসমূহের সিস্টেম জেনারেটেড রিয়েল টাইম স্টক রিপোর্ট প্রকাশের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য রক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তি, কঠোর মনিটরিং ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন । পুরনো পদ্ধতিতে এসব সমস্যা সমাধান অকার্যকর, তাই দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

গুদামে মাসিক স্টক যাচাই ও হালনাগাদ রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করা, গুদাম খোলার ও বন্ধের সময় রেজিস্টার সিস্টেম মডার্ন করা, গুদামসমূহের সিস্টেম জেনারেটেড রিয়েল টাইম স্টক রিপোর্ট প্রকাশের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা, প্রতিটি চালান/ডেলিভারিতে ডিজিটাল রশিদ চালু করা, খাদ্য বিতরণের সময় সিভিল সোসাইটি পর্যবেক্ষক রাখা।

সংস্কারের ফলাফল:

স্বয়ংক্রিয় স্টক রিপোর্ট জেনারেশন (৯৯% নির্ভুলতা), ডিজিটাল রেজিস্টার সিস্টেমে ১০০% গুদাম কার্যক্রম রেকর্ড, প্রতিটি বিতরণে ১০০% পর্যবেক্ষক উপস্থিতি, স্টক রিপোর্টিং সময় ৭০% হ্রাস, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ ৬০% হ্রাস, জনসাধারণের আস্থা ৪০% বৃদ্ধি।

সহযোগিতায়:

প্রশিক্ষন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% গুদামে রিয়েল-টাইম স্টক রিপোর্টিং সফটওয়্যার চালু করে মাসিক স্টক যাচাই প্রক্রিয়া ৫০% ত্বরান্বিতকরণ, ১০০% ডিজিটাল রশিদ বাস্তবায়ন এবং প্রতিটি বিতরণে সিভিল সোসাইটি মনিটরিং নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ৯০% বৃদ্ধি করা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

প্রসাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

১.২ ক্রয় ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন(খাদ্যশস্যের বস্তা/ প্যাকেটের গায়ে পর্যাপ্ত তথ্য সম্বলিত মেশিন রিডেবল ডিজিটাল বিতরণকৃত সিল প্রদান)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের ক্রয় ও বিতরণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন জরুরি, কারণ বর্তমান পদ্ধতিতে দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অস্বচ্ছতা রয়েছে। সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে, দ্রুত ও স্বচ্ছ ডিজিটাল সিস্টেম চালু করা প্রয়োজন। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়বে এবং দুর্নীতির সুযোগ কমবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান/চাল ক্রয়ে মোবাইল পেমেন্ট চালু,খাদ্যশস্য পরিবহন ঠিকাদারদের সাথে পারফরম্যান্স চুক্তি,গুদাম থেকে বিতরণে First-In First-Out (FIFO) পদ্ধতি বাধ্যতামূলক,৩০ কেজি ও ৫০ কেজির বস্তার পাশাপাশি ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী ২ কেজি/ ৫ কেজি/ ১০ কেজির খাদ্যশস্যের প্যাকেট প্রচলন।,খাদ্যশস্যের বস্তা/প্যাকেটের গায়ে পর্যাপ্ত তথ্য সম্বলিত মেশিন রিডেবল ডিজিটাল বিতরণকৃত সিল প্রদান ।প্রতি মাসের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহের আওতাধীন খাতসমূহে পূর্ব মাসের প্রকৃত বিতরণের তথ্য প্রেরণ এবং মাসিক বুক এডজাস্টমেন্টের ব্যবস্থা গ্রহন।

সংস্কারের ফলাফল:

QR কোডযুক্ত প্যাকেজে ১০০% উৎপাদন/মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ প্রদর্শন, ১০০ % ঠিকাদার পারফরম্যান্স মনিটরিং সিস্টেম চালু, মাসিক আন্তঃমন্ত্রণালয় ডাটা সিঙ্ক্রোনাইজেশন, ভোক্তা পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তায় ৪০% বৃদ্ধি, অপচয় হার ৩৫% হ্রাস, বিতরণ ব্যবস্থায় ৮৫% দক্ষতা বৃদ্ধি।

সহযোগিতায়:

চলাচল,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর ।

সূচক:

১০০% ডিজিটাল সিলযুক্ত স্মার্ট প্যাকেজিং বাস্তবায়ন, FIFO পদ্ধতিতে ১০০ % গুদাম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং মাসিক বুক এডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে ৯৫% হিসাবের স্বচ্ছতা অর্জন করে ক্রয়-বিতরণ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ৬০% হ্রাস করা"

পাইলটিং কার্যক্রম:

সংগ্রহ বিভাগ, সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর ।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

১.৩ নজরদারি ও মনিটরিং প্র্যাকটিস

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের নজরদারি ও মনিটরিং সংস্কার জরুরি, কারণ বর্তমানে ভেজাল খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর উৎপাদন ও বাজার নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা দেখা যায়। ডিজিটাল মনিটরিং, রিয়েল-টাইম ডেটা অ্যানালাইসিস এবং কঠোর তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এতে খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত হবে, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষিত হবে এবং দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

গুদাম পরিদর্শনের ফ্লাইং ইন্সপেকশন টিম তৈরি,সাপ্তাহিক ডিজিটাল মনিটরিং রিপোর্ট জমা দেওয়া, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে গুদামের স্টক ও লেনদেন হালনাগাদ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রাম পুলিশকে Community Watchdog হিসেবে যুক্ত করা।

সংস্কারের ফলাফলফ্লাইং ইন্সপেকশন টিম দ্বারা ১০০% গুদামের মাসিক Random চেক, স্থানীয় পর্যায়ে ৮০% মনিটরিং রিপোর্ট সময়মতো জমা, গুদাম ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ৭৫% উন্নয়ন, ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তির সময় ৫০% হ্রাস।

সহযোগিতায়:

পরিদর্শন, উন্নয়ণ ও কারিগরি সেবা বিভাগ ।

সূচক:

"১০০% গুদামে সাপ্তাহিক ডিজিটাল মনিটরিং রিপোর্টিং বাস্তবায়ন, কমিউনিটি ওয়াচডগ টিমের মাধ্যমে ৫০% বেশি অন-গ্রাউন্ড তদারকি এবং রিয়েল-টাইম মোবাইল অ্যাপ আপডেটের মাধ্যমে অনিয়ম শনাক্তকরণ ৭০% বৃদ্ধি করা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

প্রসাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

১.৪ স্টোরেজ ও হ্যান্ডলিং প্র্যাকটিস(গুদামে স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট ও শেলফিং পদ্ধতি চালু ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে বায়ো কন্ট্রোল বা IPM পদ্ধতি ব্যবহার)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের স্টোরেজ ও হ্যান্ডলিং পদ্ধতি সংস্কার অত্যন্ত জরুরি, কারণ বর্তমানে অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধা ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে প্রচুর খাদ্যশস্য নষ্ট হয়। অনেক গুদামে পোকামাকড়, ইঁদুর ও আর্দ্রতার সমস্যা রয়েছে, যা খাদ্যের গুণগত মান কমিয়ে দেয়। আধুনিক স্টোরেজ, পেস্ট কন্ট্রোল সিস্টেম এবং ডিজিটাল মনিটরিং চালু করলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অপচয় রোধ হবে এবং সরকারি তহবিলের সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে। এতে করে জনগণের ট্যাক্সের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

গুদামে স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট ও শেলফিং পদ্ধতি চালু, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে বায়ো কন্ট্রোল বা IPM পদ্ধতি ব্যবহার, খাদ্যশস্য রিসিভ করার সময় মান যাচাই প্র্যাকটিস কড়াকড়িভাবে মানা এবং নিয়মিত ক্ষয়ক্ষতি রিপোর্টিং প্র্যাকটিস।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% গুদামে বায়োসেফ ট্রিটমেন্ট সিস্টেম, ৯৮% খাদ্যশস্য রিসিভিংয়ে কোয়ালিটি চেক, ডিজিটাল ক্ষয়ক্ষতি মনিটরিং সিস্টেম, খাদ্য সংরক্ষণ সময় ৪০% বৃদ্ধি , পেস্ট কন্ট্রোল খরচ ৬০% সাশ্রয় এবং গুদাম কর্মীদের দক্ষতা ৫০% উন্নয়ন।

সহযোগিতায়:

সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% গুদামে স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট ও শেলফিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন, IPM পদ্ধতিতে ৯৫% পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ এবং মাসিক ক্ষয়ক্ষতি রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে খাদ্য নষ্ট হওয়ার হার ৫০% কমানো"।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

১.৫ লোকাল পার্টনারশিপ প্র্যাকটিস(স্থানীয় কৃষক সমিতির সাথে সরাসরি ক্রয় চুক্তি)

প্রেক্ষাপট:

স্থানীয় অংশীদারিত্ব (লোকাল পার্টনারশিপ) চর্চা জরুরি, কারণ এটি স্থানীয় সম্পদ, জ্ঞান ও সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং কমিউনিটির সমন্বয়ে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নয়ন প্রকল্পের টেকসই বাস্তবায়ন সম্ভব। এটি স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। ফলে প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

স্থানীয় কৃষক সমিতির সাথে সরাসরি ক্রয় চুক্তি, এনজিও বা কমিউনিটি গ্রুপের মাধ্যমে দুর্যোগে বিতরণ, স্কুল/মাদ্রাসায় খাদ্য সহায়তা বিতরণে কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ব্যবহার।

সংস্কারের ফলাফল:

৯৫% কৃষক চুক্তিতে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, ১০০% দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় প্রি-পজিশনড স্টক, ৮০% শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং, স্থানীয়

অর্থনীতিতে ৪০% অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি, জরুরি সহায়তা বিতরণ সময় ৫০% কমানো এবং সম্প্রদায়ের মালিকানায় প্রকল্পের স্থায়িত্ব ৭০% বৃদ্ধি।

সহযোগিতায়:

হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% স্থানীয় কৃষক সমিতির সাথে সরাসরি ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের আয় ৩০% বৃদ্ধি, দুর্যোগকালীন ১০০% কমিউনিটি-ভিত্তিক বিতরণ নিশ্চিতকরণ এবং স্কুল খাদ্য কর্মসূচিতে ৫০% স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকের সম্পৃক্ততা অর্জন।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম

সেবাদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সময় ও খরচ কমাতে প্রসেস রিফর্ম অত্যাবশ্যক। অনলাইন সেবা, একক জানালা ও ডিজিটাল ডাটাবেইস চালুর মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পাবে এবং সেবা হবে নাগরিকবান্ধব।

লক্ষ্য: নাগরিক সেবাকে গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত করা।

প্রভাব: সেবার সময় ৫০% কমানো ও দুর্নীতি ৪০% হ্রাস।

সূচক: কর্মপ্রবাহের ডিজিটালাইজেশন, সেবা সরবরাহে গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, নীতিমালা বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ, এবং সমন্বিত মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

২.১ ধান-চাল ক্রয় প্রক্রিয়ার রিফর্ম:কৃষকদের মোবাইল ব্যাঙ্কিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট প্রদান

প্রেক্ষাপট:

ধান ও চাল ক্রয় প্রক্রিয়ার রিফর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, দুর্নীতি কমানো এবং সরবরাহ শৃঙ্খলা উন্নত করা। এজন্য ডিজিটাল পদ্ধতি, স্বচ্ছ নিলাম এবং সরাসরি কৃষকদের সাথে ক্রয় ব্যবস্থা চালু করা দরকার। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষকদের ডাটাবেস তৈরির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এই রিফর্মের মূল উদ্দেশ্য।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ধান ক্রয়ের বর্তমান প্রক্রিয়াকে আরও সহজীকরণ করা। ধানের ন্যায় চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করা। কৃষক ও মিলারদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-রেজিস্ট্রেশন, অপ্রয়োজনীয় অনুমোদন ধাপ বাদ দিয়ে Single Window চালু, ধান ক্রয়ে ডিজিটাল পেমেন্ট (bKash/ নগদ) চালু করা।

সংস্কারের ফলাফল:

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান-চাল ক্রয়ের মাধ্যমে ৮০% কৃষকের সন্তুষ্টি অর্জন, ৭ দিনের মধ্যে পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকদের আয় ২০% বৃদ্ধি করা।

সহযোগিতায়:

খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

সূচক:

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান-চাল ক্রয়ে ৮০% কৃষকের সন্তুষ্টি অর্জন ও ৭ দিনের মধ্যে পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, অর্থ শাখা ও আইটি ইউনিট।

বাস্তবায়নকাল: পাইলটিং পর্যায়ে ৬ মাস এবং জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণে ২ বছর

২.২ গুদাম ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার রিফর্ম(গুদামে খাদ্যশস্য/ বস্তার বাস্তব মজুত ডিজিটাল ডিসপ্লেতে দৃশ্যমান রাখা)

প্রেক্ষাপট:

গুদাম ব্যবস্থাপনার রিফর্মের লক্ষ্য হলো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং বিতরণে স্বচ্ছতা আনা। এজন্য আধুনিক গুদাম নির্মাণ, ডিজিটাল মনিটরিং, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু ও দুর্নীতি রোধে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

গুদাম প্রাপ্তি এবং রিলিজ প্রক্রিয়ায় কাগজের পরিবর্তে ডিজিটাল এন্ট্রি, গুদামে খাদ্যশস্য/ বস্তার বাস্তব মজুত ডিজিটাল ডিসপ্লেতে দৃশ্যমান রাখা। খামাল ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করা।

সংস্কারের ফলাফল:

মাসিক স্টক যাচাই ও রিপোর্ট প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করা, দুর্নীতি ৭০% হ্রাস - স্টক রিপোর্টিং সময় ৮০% সাশ্রয় - জরুরি অবস্থায় ৩ দিনের মধ্যে স্টক মোবিলাইজেশন।

সহযোগিতায়:

পরিদর্শন, উন্নয়নও কারিগারি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর।

সূচক:

১০০% গুদামের রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ডিজিটালাইজেশন, মাসিক স্টক রিপোর্টিং ১০০% স্বয়ংক্রিয়করণ এবং খাদ্য নষ্ট হওয়ার হার ৫০% কমানো।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

২.৩ খাদ্য বিতরণ প্রক্রিয়ার রিফর্ম(সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতাধীন বিভিন্ন মনিটাইজড ও ননমনিটাইজড খাতে বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোক্তাগণের জন্য ইউনিক আইডেনটিফিকেশন নম্বর প্রদান করা)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য বিতরণ প্রক্রিয়ার রিফর্মের মূল লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। এজন্য ডিজিটাল পদ্ধতি (বায়োমেট্রিক, SMS-ভিত্তিক সিস্টেম) চালু, ভুয়া কার্ড বাতিল, টার্গেটেড সুবিধাভোগী তালিকা আপডেট এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এতে দুর্নীতি কমে ও দরিদ্রদের কাছে সহজে খাদ্য পৌঁছানো সম্ভব হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

একজন গ্রাহক একাধিকবার যাতে খাদ্যশস্য ক্রয় করতে না পারে অথবা একাধিক প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে সেজন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা চালু করা উপকারভোগীর যাচাই প্রক্রিয়ায় NID ভিত্তিক অটোমেটেড ভেরিফিকেশন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

ভুয়া কার্ড/ সুবিধাভোগী ১০০% বাদ পড়বে- দরিদ্রদের কাছে খাদ্য পৌঁছানোর হার ৪০% বৃদ্ধি-পাবে বিতরণে স্বচ্ছতা ৯০% নিশ্চিত কার সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

আইটি ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর।

সূচক:

১০০% উপকারভোগীর জন্য বায়োমেট্রিক/NID-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয়া যাচাইকরণ ব্যবস্থা চালু করে ডুপ্লিকেট সুবিধা গ্রহণ ১০০% রোধ এবং সুষম বিতরণ নিশ্চিতকরণ।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

২.৪ তদারকি ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার রিফর্ম (কাগজের রিপোর্টিং বাদ দিয়ে মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব পোর্টাল রিপোর্টিং)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তদারকি ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার ব্যাপক সংস্কার করা দরকার। বর্তমানে রিয়েল-টাইম ডাটা কালেকশন, জিও-ট্যাগিং এবং মোবাইল অ্যাপভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। স্বয়ংক্রিয় ডাটা ভেরিফিকেশন, তৃতীয় পক্ষের অডিট এবং পাবলিক ফিডব্যাক সিস্টেমের মাধ্যমে খাদ্য অভিদপ্তরের মনিটরিং ব্যবস্থায় ব্যপক পরিবর্তন প্রনয়ন সম্ভব হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

গুদাম পরিদর্শনের জন্য ডিজিটাল চেকলিস্ট ব্যবহার.তদারকিতে ফটো ও জিও-লোকেশন যুক্ত করে প্রমাণ সংরক্ষণ, ত্রৈমাসিক নিরীক্ষার প্রক্রিয়া অনলাইন করার ব্যবস্থা, রিয়েল টাইম মনিটরিং এর জন্য খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ও বিতরণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।

সংস্কারের ফলাফল:

মোবাইল অ্যাপে ১০০% ফিল্ড রিপোর্ট জমা, ৯৫% গুদামে সিসি ক্যামেরা কভারেজ, ডাটা এন্ট্রি ত্রুটির হার ১%-এ নামিয়ে আনা প্রতিবেদন প্রস্তুতি সময় ৬০% কমানো, দুর্নীতি শনাক্তকরণ ৮০% বৃদ্ধি এবং জনগণের আস্থা ৪০% বাড়ানো।

সহযোগিতায়:

অভ্যন্তরীণ নিরিক্ষ বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর এবং আইটি ইউনিট।

সূচক:

১০০% ডিজিটাল রিপোর্টিং সিস্টেম চালু করে ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা প্রক্রিয়া ৫০% ত্বরান্বিতকরণ, জিও-ট্যাগড ফটো ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ১০০% প্রতিবেদনের সত্যতা নিশ্চিতকরণ এবং রিয়েল-টাইম সিসি ক্যামেরা মনিটরিংয়ের মাধ্যমে গুদাম ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ৭০% হ্রাস করা"।

পাইলটিং কার্যক্রম:

পরিদর্শন, উন্নয়ণ ও কারিগরি সেবা বিভাগ খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

২.৫ দুর্যোগকালে খাদ্য সহায়তা বিতরণ প্রক্রিয়া রিফর্ম (ভেরিফিকেশন, প্যাকেজিং, বিতরণ তিন ধাপে বিভাজন করে দায় ভাগ করা)

প্রেক্ষাপট:

দুর্যোগকালে দ্রুত ও কার্যকর খাদ্য সহায়তা বিতরণের জন্য প্রক্রিয়া সংস্কার অপরিহার্য। তাই ডিজিটাল ডাটাবেস, বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ এবং রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করে ভুয়া তালিকা ও অনিয়ম রোধ করা প্রয়োজন। মোবাইল ব্যাংকিং ও ই-ভাউচার পদ্ধতিতে সহায়তা পৌঁছানোর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও গতি বৃদ্ধি পাবে। এতে জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা দ্রুততম সময়ে এবং সঠিক জনগণের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত হবে, যা মানবিক সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

উপকারভোগী তালিকা পূর্ব প্রস্তুত রাখা, ভেরিফিকেশন, প্যাকেজিং, বিতরণ তিন ধাপে বিভাজন করে দায় ভাগ করা। বিতরণের দিন গণবিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা, তদারকির জন্য স্থানীয় কমিটি যুক্ত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% উপকারভোগীর বায়োমেট্রিক/NID ভেরিফিকেশন - প্রতিটি বিতরণ পয়েন্টে স্থানীয় মনিটরিং কমিটি গঠন - রিয়েল-টাইম সোশ্যাল মিডিয়া আপডেটিং সিস্টেম সহায়তা পৌঁছানোর সময় ৬০% কমানো - ভুয়া তালিকা ১০০% বাদ পড়েছে - স্থানীয় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ৮০% সেবার মান বৃদ্ধি।

সহযোগিতায়:

চলাচল,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% পূর্ব-যাচাইকৃত উপকারভোগী তালিকা ব্যবহার, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি সহায়তা বিতরণ এবং ত্রিমুখী দায়িত্ব বিভাজন (ভেরিফিকেশন-প্যাকেজিং-বিতরণ) পদ্ধতিতে অনিয়ম ৯০% হ্রাস নিশ্চিতকরণ"।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল উন্নয়ন স্ট্রাকচারাল রিফর্মের মূল লক্ষ্য। এতে আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ এবং বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করে অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

লক্ষ্য: প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা ।

প্রভাব: মজুদ ধারণক্ষমতা ২গুন বৃদ্ধি ও রিয়েল-টাইম ডেটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহন।

সূচক: প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, এবং ডিজিটাল সিস্টেমের সম্প্রসারণের মাধ্যমে সেবার গুণগত মান উন্নয়ন।

৩.১ প্রশাসনিক কাঠামোর রিফর্ম (জেলা ও উপজেলা অফিসগুলোর সংস্কার এবং লোকবল বৃদ্ধি করে ক্ষমতায়ন করা)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার জরুরি, কারণ বর্তমান জটিল, আমলাতান্ত্রিক ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ, স্বচ্ছতা ও ডিজিটালাইজেশন প্রবর্তন করলে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে, দুর্নীতি ও সমন্বয়হীনতা কমবে মাঠ পর্যায়ে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এটি খাদ্য বিতরণ, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও জনসেবাকে আরও দক্ষ করবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

জেলা ও উপজেলা অফিসগুলোর্ সংস্কার এবং লোকবল বৃদ্ধি করে ক্ষমতায়ন করা।

গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা, বিতরণ শাখা ও মনিটরিং শাখা পৃথক করে দক্ষ জনবল নিয়োগ করা,বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল স্থাপনাসমূহে পদায়নের ক্ষেত্রে পূর্বের কর্মক্ষেত্রসমুহের পারফর্ম্যান্স বিবেচনা করা। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization) করে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ করে গুদামের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% সংবেদনশীল পদে পারফরম্যান্স ভিত্তিক নিয়োগ , ৮০% স্থানীয় স্তরে বাজেট বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা, ৯৫% গুদামে নির্দিষ্ট কর্মকর্তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত, সেবা প্রদান সময় ৫০% হ্রাস, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ ৬৫% কমানো এবং স্থানীয় সমস্যা সমাধান ক্ষমতা ৩গুন বৃদ্ধি।

সহযোগিতায়:

আইন শাখা খাদ্য অধিদফতর ।

সূচক:

১০০% জেলা-উপজেলা অফিসের ক্ষমতায়ন, ৫০% লোকবল বৃদ্ধি করে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি, ৬০% ত্বরান্বিতকরণ, পারফরম্যান্স-ভিত্তিক পদায়নের মাধ্যমে গুদাম ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ৪০% উন্নয়ন এবং বিভাগীয় পৃথকীকরণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ৭০% বৃদ্ধি করা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর ।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

৩.২ জনবল ও দক্ষতার রিফর্ম(খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধানের বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সরবরাহকরণ)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল ও দক্ষতা সংস্কার অপরিহার্য, কারণ বর্তমানে প্রশিক্ষণের অভাব, পুরনো জ্ঞানভিত্তিক কাজের পদ্ধতি এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা কার্যকারিতাকে ব্যাহত করছে। কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষতা উন্নয়ন এবং পারফরম্যান্স ভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করলে: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, দুর্নীতি ও অপচয় কমবে, আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান সম্ভব হবে এটি দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

পদক্ষেপে পদক্ষেপে ম্যানপাওয়ার রিভিউ করে ঘাটতি পূরণ, টেকনিক্যাল ক্যাডার সৃষ্টি (গুদাম ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল মনিটরিং), একটি পৃথক ও পূর্ণাংগ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং উক্ত ইন্সটিটিউট পরিচালনার জন্য খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ জনবল পদায়ন। খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধানের বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সরবরাহকরণ । মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের জন্য দেশে ও দেশের বাহিরে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা। ই-লার্নিং এবং ফিল্ড ট্রেনিং কম্বিনেশন চালু করা।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% কর্মীর জন্য ই-লার্নিং ও ফিল্ড ট্রেনিং সমন্বয়, ৮০% মাঠকর্মীর জন্য আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের সুযোগ, ৯৫% প্রশিক্ষণার্থীর জন্য প্র্যাকটিক্যাল ম্যানুয়াল প্রাপ্তি, সেবা প্রদানে গুণগত মান ৬০% উন্নয়ন, অপচয় হ্রাসে কর্মী সক্ষমতা ৪৫% বৃদ্ধি এবং নীতিনির্ধারণে প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতি ৭০% বাস্তবায়ন।

সহযোগিতায়:

খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সূচক:

১০০% কর্মীর জন্য বার্ষিক প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ, এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ৯০% আইনি জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করা"

পাইলটিং কার্যক্রম:

প্রসাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর ।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

৩.৩ ডিজিটাল স্ট্রাকচারাল রিফর্ম(ফিল্ড টু হেডকোয়ার্টার রিয়েল-টাইম কানেকটিভিটি নিশ্চিত খাদ্য সরবরাহ চেইন মনিটরিংয়ের জন্য GPS ট্র্যাকিং চালু)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য সরবরাহ চেইনে জিপিএস ট্র্যাকিং চালু করা জরুরি; কারণ এটি রিয়েল-টাইম মনিটরিং, মাঠ থেকে সদর দপ্তর পর্যন্ত খাদ্য চলাচলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে; অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করে- যেমন: ট্রান্সপোর্টেশন লস ও অবৈধ ডাইভারশন শনাক্ত করা সম্ভব হবে; এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে, কারণ ডেটাভিত্তিক সিদ্ধান্তে সরবরাহ চেইন অপ্টিমাইজ করা যায়। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা বাড়বে।"

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

গুদামের সকল কার্যক্রম এর আওতায় আনা, ফিল্ড টু হেডকোয়ার্টার রিয়েল-টাইম কানেকটিভিটি নিশ্চিত করা, ডিজিটাল রশিদ এবং ডিজিটাল কুপনিং চালু করা এবং খাদ্য সরবরাহ চেইন মনিটরিংয়ের জন্য GPS ট্র্যাকিং চালু করা।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% পরিবহনে GPS ট্যাগিং, ৯৯% ডিজিটাল লেনদেন রেকর্ড, ৯৫% রিয়েল-টাইম ডেটা অ্যাকুরেসি, পরিবহন সময় ৪০% হ্রাস, অবৈধ ডাইভারশন ১০০% প্রতিরোধ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ গতি ৩গুন বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

আইটি ইউনিট, খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% GPS ট্র্যাকিং ও রিয়েল-টাইম ডেটা সংযোগের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ চেইনের ৯৫% স্বচ্ছতা অর্জন, ডিজিটাল রশিদ ও কুপনিং ব্যবস্থায় ১০০% বিতরণ নিশ্চিতকরণ এবং অপচয়/ দুর্নীতি ৬০% হ্রাস করা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

চলাচল,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

৩.৪ নীতি সমন্বিত রিফর্ম(খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে পলিসি, অপারেশনস এবং মনিটরিং ইউনিট আলাদা করে ফাংশনাল স্পষ্টতা আনা)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরে নীতি, অপারেশন ও মনিটরিং ইউনিট পৃথককরণ জরুরি কারন- ফাংশনাল ক্ল্যারিটি: প্রতিটি ইউনিটের দায়িত্ব স্পষ্ট হলে সমন্বয় বাড়বে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকি আলাদা হলে প্রতিটি স্তরে বিশেষায়িত দক্ষতা কাজে লাগবে এবং বিভাজন দুর্নীতি রোধ করে ও ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করবে। এর ফলে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও জনবান্ধব সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কৃষি, খাদ্য, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ইন্টিগ্রেটেড কমিটি গঠন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ কাঠামো তৈরি,খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে পলিসি, অপারেশনস এবং মনিটরিং ইউনিট আলাদা করে ফাংশনাল স্পষ্টতা আনা।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% বিভাগীয় কাঠামো পুনর্বিন্যাস; ৯৫% আন্তঃমন্ত্রণালয় ডেটা শেয়ারিং নিশ্চিতকরণ; ৮০% নীতিতে প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ; সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সময় ৫০% হ্রাস; বিভাগীয় সমন্বয়ে ৬৫% উন্নয়ন; এবং নীতি-বাস্তবায়ন ব্যবধান ৭৫% কমানো।

সহযোগিতায়:

খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বানিজ্য মন্ত্রণালয়।

সূচক:

১০০% ফাংশনাল বিভাজনের মাধ্যমে পলিসি-অপারেশন-মনিটরিং ইউনিট পৃথককরণ, ৫০% আন্ত-মন্ত্রণালয় সমন্বয় বৃদ্ধি এবং ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার ৭০% উন্নয়ন করে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

৩.৫ পিপিপি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব কাঠামো রিফর্ম (পিপিপি ভিত্তিতে গুদাম ও লজিস্টিক সেবা গ্রহণের কাঠামো তৈরি, বেসরকারি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও স্টোরেজ সেক্টরের সাথে সমন্বয়)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরে পিপিপি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব কাঠামো গঠন জরুরি, কারণ: সরকারি সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা: বেসরকারি খাতের কারিগরি দক্ষতা ও বিনিয়োগে গুদাম ও লজিস্টিকসের আধুনিকায়ন সম্ভব। প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সমন্বয় করে প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দক্ষতা বাড়বে, ফলে অপচয় কমবে (বর্তমানে ~৩০% খাদ্য নষ্ট হয়)। পিপিপি মডেলে সরকারি খরচ কমানো যায়, স্থানীয় উদ্যোগকে শক্তিশালী করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

পিপিপি ভিত্তিতে গুদাম ও লজিস্টিক সেবা গ্রহণের কাঠামো তৈরি,বেসরকারি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও স্টোরেজ সেক্টরের সাথে সমন্বয়,কৃষক এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের জন্য স্ট্রাকচার গঠন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% পিপিপি প্রকল্পে স্বচ্ছ টেন্ডারিং, ৮০% বেসরকারি বিনিয়োগে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ৯৫% সরাসরি ক্রয়ে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ।

সহযোগিতায়:

খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সূচক:

৫০টি পিপিপি গুদাম ও লজিস্টিক ইউনিট স্থাপন, বেসরকারি খাতের সাথে সমন্বয় করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪০% বৃদ্ধ,- গুদাম সংরক্ষণ ক্ষমতা ২x বৃদ্ধি, বাজারমূল্যে ২৫% সাশ্রয়, স্থানীয় অর্থনীতিতে ৩০% অর্থ প্রবাহ এবং কৃষক-কোঅপারেটিভ সরাসরি ক্রয় কাঠামোতে ৩০% খাদ্য অপচয় হ্রাসের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষন ইউনিট, খাদ্য অধিদফতর ।

বাস্তবায়নকাল: পাইলটিং ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬ এবং সারা দেশে বাস্তবায়ন কাল -১০ বছর

৪. পলিসি রিফর্ম

খাদ্য নিরাপত্তা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। পলিসি রিফর্মের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, বাজার স্থিতিশীলতা, কৃষকের ন্যায্য মূল্য এবং দুর্যোগকালীন খাদ্য ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে।

লক্ষ্য: আইনি ও কৌশলগত পরিবেশ উন্নয়ন।

প্রভাব: টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করণ।

সূচক: খাদ্য অধিদপ্তরের নীতি সংস্কারের সূচক হলো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

৪.১ ডিজিটালাইজেশন(পিপিপি মডেলে খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, পরিবহন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট সকল ঠিকাদার, মিলার ও ডিলার গণের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের ডিজিটাল ডাটাবেজ জরুরি কারণ- PPP মডেলে ঠিকাদার, মিলার ও ডিলারদের ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি করলে খাদ্য সংরক্ষণ, সংগ্রহ থেকে বিতরণ পর্যন্ত পুরো চেইন মনিটরিং সম্ভব। স্বচ্ছ ডেটা ব্যবস্থাপনা ,ভেজাল, অপচয় ও কালোবাজারি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। রিয়েল-টাইম ডাটা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

গুদামের ইনভেন্টরি ও সরবরাহ ব্যবস্থায় রিয়েল-টাইম মনিটরিং সিস্টেম চালু, কৃষক পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ধান-চাল সরাসরি ক্রয় কার্যক্রম,খাদ্যশস্য পরিবহন, বিতরণ ও গুদামজাত করার জন্য ডিজিটাল ট্র্যাকিং, পিপিপি মডেলে খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন,খাদ্যশস্য সংগ্রহ, পরিবহন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট সকল ঠিকাদার, মিলার ও ডিলার গণের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% স্টেকহোল্ডার ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন - ৯৫% সরবরাহ চেইনে IoT ডিভাইস ব্যবহার - ৮০% স্বয়ংক্রিয় ডেটা অ্যানালিটিক্স - কালোবাজারি ৭০% হ্রাস - সিদ্ধান্ত গ্রহণ গতি ৩গুন বৃদ্ধি - কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ৪০ % উন্নয়ন জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা।

সহযোগিতায়:

পরিদর্শন, উন্নয়ণ ও কারিগরি সেবা বিভাগ , আইটি ইউনিট খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% ডিজিটাল ডাটাবেজের মাধ্যমে ঠিকাদার-মিলার-ডিলার চেইন মনিটরিং, পিপিপি মডেলে ৫০টি আধুনিক সংরক্ষণ ইউনিট স্থাপন এবং রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং সিস্টেমে ৯৫% অপচয় রোধ করে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সংগ্রহ বিভাগ, সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

৪.২ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার রিফর্ম(সিস্টেম ডাটাবেজ হতে তথ্য গ্রহনের মাধ্যমে মুভমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে ঘাটতি গুদামসমূহে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সরবরাহকরণ)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় ডিজিটাল রিফর্ম জরুরি, কারণ, মুভমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে গুদামের স্টক লেভেল মনিটরিং করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘাটতি শনাক্ত করা যায়, পূর্বাভাসমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব, ডাটাবেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঘাটতি এলাকাগুলোতে দ্রুত খাদ্য পৌঁছানো যায় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে (বন্যা, দুর্যোগ) কার্যকর সাড়া প্রদান সম্ভব।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সিস্টেম ডাটাবেজ হতে তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে মুভমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে ঘাটতি গুদামসমূহে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সরবরাহকরণ। এলএসডি, সিএসডি এবং কেন্দ্রীয় গুদামগুলোর মান উন্নয়ন,খাদ্যশস্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য আধুনিক ল্যাব স্থাপন, দূরবর্তী অঞ্চলে খাদ্য বিতরণের জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা,পরিবহনের ক্ষতি কমাতে সঠিক প্যাকেজিং পদ্ধতি প্রবর্তন।

সংস্কারের ফলাফল:

খাদ্য অপচয় ৩০% কমিয়ে আনা - দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনা ৬০% হ্রাস - দুর্যোগকালীন সাড়াদান দক্ষতা ২x বৃদ্ধি একটি ডেটা-চালিত, স্বচ্ছ ও কার্যকর খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। খাদ্য অপচয় রোধ (বর্তমানে ~২০% নষ্ট হয়)- দুর্নীতি হ্রাস- সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ।

সহযোগিতায়:

পরিদর্শন, উন্নয়ণ ও কারিগরি সেবা বিভাগ , আইটি ইউনিট খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% রিয়েল-টাইম মুভমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ঘাটতি পূরণ, বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থায় ৯০% দূরবর্তী অঞ্চলে খাদ্য পৌঁছানো এবং আধুনিক প্যাকেজিংয়ে ৫০% পরিবহন ক্ষতি হ্রাস করে একটি ডেটা-ড্রিভেন সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির রিফর্ম(নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-লার্নিং চালু , স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রিফর্ম জরুরি কারণ কর্মীদের জন্য সময় ও স্থান নির্বিশেষে প্রশিক্ষণ সুবিধা, খাদ্য নিরাপত্তা, গুদাম ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল সিস্টেম সম্পর্কিত আধুনিক জ্ঞান অর্জন, কম খরচে ব্যাপক কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ, স্থানীয় জনগণ ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প বাস্তবায়নের ত্রুটি ও দুর্নীতি শনাক্তকরণ, সরাসরি উপকারভোগীদের কণ্ঠস্বর শোনার সুযোগ, প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, জনগণের আস্থা অর্জন- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে সহায়তা প্রদান সম্ভব হবে ।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

খাদ্য অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি,নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-লার্নিং চালু,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit)

সংস্কারের ফলাফল:

৯৫% কর্মী ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন, ৮০% সামাজিক নিরীক্ষা সুপারিশ বাস্তবায়ন, ১০০% প্রশিক্ষণার্থীর পারফরম্যান্স মূল্যায়ন, সেবার মান ৪০% উন্নয়ন, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ ৬০% হ্রাস, জনসন্তুষ্টি ৫০% বৃদ্ধি একটি দক্ষ এবং জবাবদিহিতামূলক ও জনবান্ধব খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

প্রসাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% কর্মীর জন্য ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম চালু করে বার্ষিক ৫০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং ১০০% ইউনিয়নে সামাজিক নিরীক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ৭০% বৃদ্ধি করা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

প্রশিক্ষন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

৪.৪ দুর্নীতি রোধ ও স্বচ্ছতা রিফর্ম(ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-টেন্ডার বাধ্যতামূলক করা,বিতরণ ব্যবস্থায় ডিজিটাল কুপনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন,গুদামের তথ্য উন্মুক্ত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য হটলাইন চালু)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরে দুর্নীতি রোধ ও স্বচ্ছতা সংস্কার অপরিহার্য, কারণ ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, অসাধু চক্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়, সরকারি তহবিলের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে, সরাসরি উপকারভোগীর হাতে সহায়তা পৌঁছানো যায়, মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ সম্ভব, বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়, গুদামের স্টক, বিতরণ ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ, নাগরিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনআস্থা বৃদ্ধি, দুর্নীতির ঘটনা দ্রুত প্রতিবেদনের সুযোগ, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব, কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-টেন্ডার বাধ্যতামূলক করা, বিতরণ ব্যবস্থায় ডিজিটাল কুপনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, গুদামের তথ্য উন্মুক্ত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য হটলাইন চালু।

সংস্কারের ফলাফল:

১০০% ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-টেন্ডার বাধ্যতামূলককরণ, ৯৫% উপকারভোগীর ডিজিটাল কুপন ব্যবহার, ১০০% গুদাম ডাটা রিয়েল-টাইম আপডেট, সরকারি তহবিলের অপচয় ৬০% কমানো, জনসাধারণের আস্থা ৫০% বৃদ্ধি, সেবা প্রদান সময় ৪০% হ্রাস একটি জবাবদিহিতামূলক এবং দুর্নীতিমুক্ত ও কার্যকর খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

সংগ্রহ বিভাগ, নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষন ইউনিট খাদ্য অধিদফতর।

১০০% ই-টেন্ডারিং ও ডিজিটাল কুপনিং বাস্তবায়ন, গুদামের ১০০% তথ্য উন্মুক্তকরণ এবং ২৪/৭ হটলাইন সেবার মাধ্যমে দুর্নীতি ৭০% হ্রাস করে একটি জবাবদিহিতামূলক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

প্রসাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬

৪.৫ অংশীদারিত্ব ও সংযোগ রিফর্ম(কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত ডেটা শেয়ারিং ও বেসরকারি খাত ও এনজিও'র সাথে সহযোগিতায় গুদাম ও সরবরাহ ব্যবস্থায় উন্নয়ন)

প্রেক্ষাপট:

খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য অংশীদারিত্ব ও সমন্বয় সংস্কার অপরিহার্য কারণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে বাস্তবসময় ডেটা বিনিময়, ফসল উৎপাদন থেকে বিতরণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ চেইন মনিটরিং, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যভিত্তিক পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ, গুদাম অবকাঠামোর আধুনিকায়নে বিনিয়োগ আকর্ষণ- দক্ষ লজিস্টিকস ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, সম্প্রসারিত পরিসরে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, দুর্নীতি হ্রাস ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করণ।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত ডেটা শেয়ারিং, বেসরকারি খাত ও এনজিও'র সাথে সহযোগিতায় গুদাম ও সরবরাহ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও কৃষক সংগঠন এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ক্রয় বৃদ্ধি।

সংস্কারের ফলাফল:

৯৫% রিয়েল-টাইম ডেটা এক্সচেঞ্জ সক্ষমতা, ৮০% বেসরকারি বিনিয়োগে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৭০% কৃষক সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ চুক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ গতি ২ গুন বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদন-বিতরণ ব্যবধান ৪০% কমানো, স্থানীয় অর্থনীতিতে ২৫% অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি একটি সমন্বিত এবং কার্যকর ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ , খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদফতর।

সূচক:

১০০% আন্ত-মন্ত্রণালয় ডেটা শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম চালু করে সমন্বয় ৬০% বৃদ্ধি, ৫০টি পিপিপি গুদাম নির্মাণ এবং কৃষক কোঅপারেটিভের মাধ্যমে ৩০ % সরাসরি ক্রয় বৃদ্ধি করে একটি সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পাইলটিং কার্যক্রম:

প্রসাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদফতর।

বাস্তবায়নকাল: পাইলটিং ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬। জাতীয় বাস্তাবায়ন ১০ বছর

পাইলট উদ্যোগ: (সেপ্টেম্বর ২০২৫ - নভেম্বর ২০২৫)
কৃষকদের মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট প্রদান পাইলট প্রকল্প

গভর্ন্যান্স সমস্যার বর্ণনা:

কৃষকদের মোবাইলে পেমেন্ট পাইলট প্রকল্প চালু করার মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি খাতে ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা প্রসারিত করা। গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকিং সুবিধার অপ্রতুলতা, ভর্তুকি বিতরণে দুর্নীতি এবং কৃষকদের নগদ লেনদেনের ঝুঁকি কমাতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। মোবাইল পেমেন্টের মাধ্যমে কৃষকরা দ্রুত ও নিরাপদে ঋণ, ভর্তুকি এবং ফসলের মূল্য পেলে তাদের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। ফলস্বরূপ, লেনদেনের গতি বৃদ্ধি, সুদখোর মহাজনদের উপর নির্ভরতা হ্রাস এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। তবে, কিছু কৃষকের ডিজিটাল স্বাক্ষরতার অভাব এবং ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে, এই প্রকল্প খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি খাতের আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা:

পাইলটিং পর্যায়ে এই প্রকল্পের প্রধান সমস্যাগুলো হলো:

১. ডিজিটাল স্বাক্ষরতার অভাব: অনেক কৃষক মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারে অভ্যস্ত নন।

২. নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তিগত সমস্যা: গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্কের দুর্বল কভারেজ।

৩. আইডি যাচাইয়ের জটিলতা: কিছু কৃষকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (এনআইডি, মোবাইল নম্বর রেজিস্ট্রেশন) না থাকায় অ্যাকাউন্ট খুলতে সমস্যা।

সমাধানের উপায়:

১. কৃষকদের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ও সহজ ব্যবহারযোগ্য অ্যাপ/ইউএসএসডি কোড চালু করা।

২. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে গ্রামীণ নেটওয়ার্ক সুবিধা উন্নতকরণ।

৩. স্থানীয় এজেন্ট (এমএফএস/ব্যাংক প্রতিনিধি) মাধ্যমে বায়োমেট্রিক যাচাই ও সহজ অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা। ফলাফল: পাইলটিং প্রকল্পটি দেশব্যাপী প্রসারিত হলে ৯০% ট্রানজেকশন এখন ডিজিটালি পরিচালিত হবে, ভর্তুকি বিতরণে দুর্নীতি ৭০% কমবে। কৃষকরা সময়মতো মূল্য পাবে যা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং কৃষি অর্থনীতিতে আর্থিক স্বচ্ছতার যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম: মোবাইল ব্যাংকিংয়ে কৃষকের ক্ষমতায়ন, মাঠে নতুন সম্ভাবনা।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে: খাদ্য অধিদপ্তর (সংগ্রহ বিভাগ এবং হিসাব ও অর্থ বিভাগ)

(গ) (i) কোথায় পাইলটিং হবে: ১টি উপজেলার ১০০ জন (প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি) কৃষকদের মধ্যে পাইলটিং হবে।

(ii) পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী: এ পাইলটিং এর ফলে কৃষকগণ সময়মতো মূল্য পাবেন এবং প্রতারণা ও অনিয়মের হার অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে শুরু হয়ে ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত হবে।
(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে: এ পাইলটিং প্রকল্পের ফলে ১০০ জন কৃষক সরাসরি উপকৃত হবেন। ৯৫% কৃষক সময়মতো পেমেন্ট পাবেন। ৮০% ব্যবহারকারী সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে এবং ১০% অপচয় হ্রাস পাবে।

Stakeholder Analysis & their Management:

আর্থিক: অধিদপ্তরের বাজেট থেকে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ এবং মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস এর সাথে শূন্য ফি চুক্তি।
মানবসম্পদ: ৫ জন কর্মকর্তার (সমন্বয়) ১৫ জন কৃষি কর্মী (মাঠ পর্যায়ে) ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস এর এজেন্ট।
প্রযুক্তি: ২০টি ট্যাব (রেজিস্ট্রেশন), মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস এর Real Time Payment Tracing (API).
অবকাঠামো: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (কৃষক রেজিস্ট্রেশন) মোবাইল ভ্যান (গ্রামীণ সেবা)।
ডেটা: NID ভিত্তিক কৃষক তালিকা, SMS হটলাইন দিয়ে অভিযোগ নেওয়া ও ব্যবস্থা গ্রহণ।
সাফল্য সূচক: ৬ মাসে ৯৫% কৃষককে সময়মতো পেমেন্ট প্রদান এবং ৮০% কৃষকের সন্তুষ্টি অর্জন।

Stakeholder Analysis & their Management:

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার:

১. **মানবসম্পদ: প্রশিক্ষক ও ফিল্ড এজেন্ট:** স্থানীয় এমএফআই/ব্যাংক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষকদের মোবাইল ব্যাংকিং শেখানো।
২. **টেকনিশিয়ান:** নেটওয়ার্ক ও সফটওয়্যার ইস্যু দ্রুত সমাধানের জন্য প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ।
৩. **প্রযুক্তিগত সম্পদ:** সরল মোবাইল অ্যাপ/ইউএসএসডি: কম শিক্ষিত কৃষকদের জন্য ভয়েস-বেসড বা বাংলা ইন্টারফেসযুক্ত সিস্টেম ডিজাইন।
৪. **বায়োমেট্রিক ডিভাইস:** এজেন্ট পয়েন্টে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দিয়ে পরিচয় নিশ্চিতকরণ। প্রথমবার ব্যবহারকারী কৃষকদের জন্য ক্যাশব্যাক বা ফ্রি ট্রানজেকশন সুবিধা।
৫. **অবকাঠামো উন্নয়ন:** সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) গ্রামীণ টাওয়ার স্থাপন।
৬. **প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা:** ব্যাংক ও এমএফআই: কৃষি ঋণ ও পেমেন্টের জন্য শাখাবিহীন ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণ।
৭. **স্থানীয় সরকার:** ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে হাব হিসেবে ব্যবহার।

ফলাফল:

এই সম্পদগুলো সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে পাইলট প্রকল্পের সফলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে প্রসারিত হতে পারে। সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের টেকসই সক্ষমতা ও কৃষকের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহযোগিতা করবে।

কৃষকদের মোবাইল পেমেন্ট পাইলট প্রকল্পের PESTLE বিশ্লেষণ:

১. রাজনৈতিক (Political):

ইতিবাচক:

- সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ও কৃষি আধুনিকীকরণ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ভর্তুকি বিতরণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করায় রাজনৈতিক ইমেজ উন্নয়ন।

নেতিবাচক:

- স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা পৃষ্ঠপোষকতাবাদের ঝুঁকি।

২. অর্থনৈতিক (Economic):

ইতিবাচক:

- কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ায়।
- নগদ লেনদেনের খরচ হ্রাস (প্রতি লেনদেনে ৬০% সাশ্রয়)।

নেতিবাচক:

- প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তি অবকাঠামোতে বিনিয়োগের উচ্চ খরচ।

৩. সামাজিক (Social):

ইতিবাচক:

- গ্রামীণ নারী ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি।
- ডিজিটাল সাক্ষরতা উন্নয়নে সহায়ক।

নেতিবাচক:

- প্রবীণ কৃষকদের প্রযুক্তি ভীতি ও অভিযোজন চ্যালেঞ্জ।

৪. প্রযুক্তিগত (Technological):

ইতিবাচক:

- মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ, নগদ) ও বায়োমেট্রিক সিস্টেমের প্রসার।
- ব্লকচেইন ভিত্তিক লেনদেন ট্র্যাকিংয়ে সম্ভাবনা।

নেতিবাচক:

- গ্রামীণ ইন্টারনেট কভারেজের দুর্বলতা (৩০% এলাকায় 4G অপ্রতুল)।

৫. আইনি (Legal):

ইতিবাচক:

- বাংলাদেশ ব্যাংকের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) নীতিমালা-র সহায়ক পরিবেশ।

নেতিবাচক:

- সাইবার সিকিউরিটি আইনের অপর্যাপ্ত বাস্তবায়নে ডেটা প্রাইভেসি ঝুঁকি।

৬. পরিবেশগত (Environmental):

ইতিবাচক:

- কাগজবিহীন লেনদেনে বন উজাড়ের হার হ্রাস।
- গ্রামীণ এলাকায় ডিজিটালাইজেশন যানবাহনের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমায়।

নেতিবাচক:

- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব (মোবাইল ডিভাইসের বর্ধিত ব্যবহার)।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্র. নং	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১.	কৃষকের তালিকা তৈরি, সচেতনতা তৈরি লক্ষ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে সভা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও প্রকল্প কার্যালয়	১৫ দিন	
২.	মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস এর পেমেন্ট গেটওয়ে প্রদান টেকনিক্যাল সাপোর্ট, চুক্তি, এজেন্ট নেটওয়ার্ক ব্যবহার	খাদ্য অধিদপ্তর ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রকল্প কার্যালয়	১৫ দিন	
৩.	কৃষকদের ডিজিটার লিটারেসি প্রশিক্ষণ, অভিযোগ গ্রহণ, মোবাইল ব্যাংক ক্যাম্প আয়োজন ও তথ্য বুথ স্থাপন	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১ মাস	
৪.	৫ জেলায় স্টেকহোল্ডার ওয়ার্কশপ আয়োজন ও ১০০ কৃষকের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১ মাস	

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

১. **সচেতনতা বৃদ্ধি:** স্থানীয় নেতা ও সফল কৃষকদের মাধ্যমে প্রকল্পের সাফল্যের গল্প প্রচার।
২. **প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ:** নিয়মিত মোবাইল ব্যাংকিং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ব্যবহারকারী বৃদ্ধি।
৩. **মনিটরিং:** রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড ও ফিডব্যাক মেকানিজমের মাধ্যমে ডেটা ট্র্যাকিং।
৪. **প্রণোদনা:** কমিশন বা রিওয়ার্ডের মাধ্যমে এজেন্ট ও কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।
৫. **রোলিং আউট:** পাইলটের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে পর্যায়ক্রমে নতুন এলাকায় সম্প্রসারণ।
৬. **নীতিগত সমর্থন:** সরকারি ফান্ডিং ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

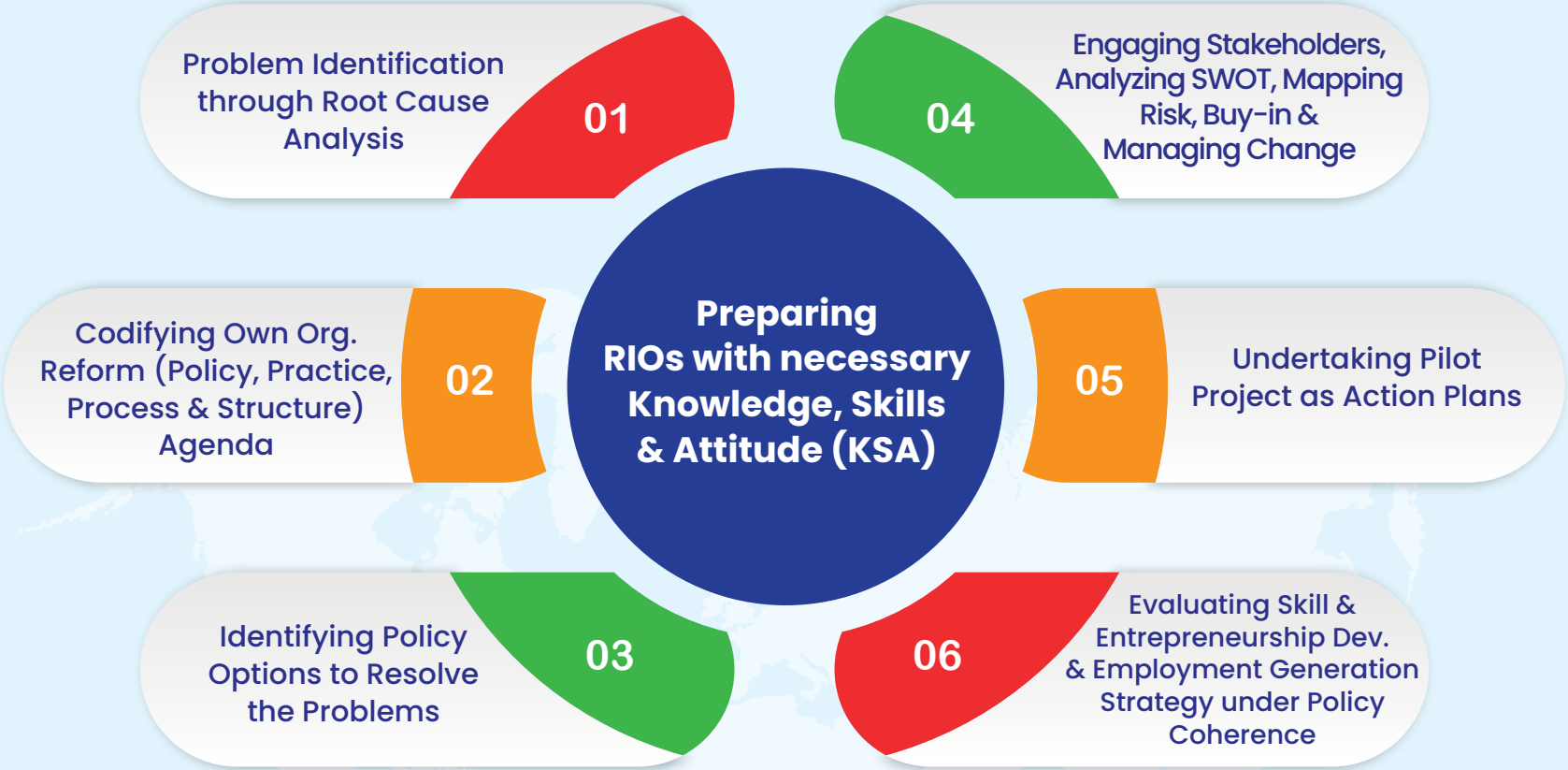

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

খাদ্য মন্ত্রণালয়